কবিতার সমস্ত বিপ্লবই সৌন্দর্যের নিঃশেষিত রূপ থেকে কবিতাকে মুক্ত করার প্রয়াস'

মাহমুদ দরবিশ-এর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন রাজা শেহাদে
অনুবাদ ও অনুষঙ্গ: সায়ন রায়

মাহমুদ দরবিশকে আরববিশ্বের অন্যতম অগ্রগণ্য কবি হিসেবে দেখা হয়। আরববিশ্বের রাজধানীগুলোতে তার কবিতাপাঠে হাজারের উপর মানুষ উপস্থিত থাকেন— কখনো কখনো তা দশহাজারের উপর এবং তা সমাজের সকল শ্রেণী থেকে। বিখ্যাত সমালোচক হাসান খাদের দরবিশকে প্রেমের কবি বলেছেন। দরবিশের প্রথমদিকের কবিতা গীতিধর্মী; পরবর্তীতে তা আরো বেশি প্রতীকধর্মী ও বিমূর্ত হয়ে উঠেছে। খাদের দরবিশকে কৃতিত্ব দেন আরবি গীতিকবিতাকে রক্ষা করার জন্য যা ৬০-এর দশকে এক বদ্ধ অবস্থার মধ্যে আটকে যায়। দরবিশ তাকে তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে তাতে আরো গূঢ়, গহীন, পরাজাগতিক বিষয়সমূহের প্রবেশ ঘটান। তার কলাকৌশলগত উদ্ভাবনগুলি কবিতার আঙ্গিক এবং বিষয় উভয়দিক থেকেই কবিতার জনপ্রিয় রূপটির বদল ঘটায়। দরবিশের কবিতায় ব্যক্তিগত বিষয় ও সমষ্টিগত চেতনার এক অদ্ভুত ভারসাম্য লক্ষ করা যায়, যা প্রকাশিত হয় তার নিজস্ব কাব্যিক শব্দগুচ্ছ ও চিত্রকল্পের ভেতর দিয়ে। এবং এইভাবে তার কবিতার এক গভীর প্রভাব লক্ষিত হয় আরববিশ্বের কয়েকপ্রজন্মের কবিদের ওপর।

মাহমুদ দরবিশের একটি বাড়ি আছে রামাল্লা পাহাড়ে যেখান থেকে সিকি মাইলেরও কম দূরত্বে থাকেন রাজা শেহাদে। যেহেতু প্যালেস্তাইনের অন্যান্য শহরের মত রামাল্লাও দীর্ঘদিন ধরে ইজরায়েলের সেনাবাহিনীর হাতে অবরুদ্ধ থাকে, রামাল্লার সংকীর্ণ রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতে থাকে ইজরায়েলের ট্যাঙ্কগুলি, সেইহেতু শেহাদে চাইলেও দরবিশের সাথে দেখা করতে পারেন না। অবশেষে যেদিন পাঁচঘন্টার জন্য কারফিউ তুলে নেওয়া হয় শেহাদে পৌঁছে যান দরবিশের কাছে সাক্ষাৎকারটি নেবার জন্য।

শেহাদে: আসুন বর্তমান নিয়ে আলোচনা করি। দীর্ঘায়িত কারফিউ-এর এই সাম্প্রতিক অবস্থা আপনার কবিতাকে কীভাবে প্রভাবিত করছে?

দরবিশ: এটা কঠিন সময় যখন রাজনীতি ছাড়া অন্য কোনো বিষয়েই মনোনিবেশ করা যায় না। কবিতার জন্য প্রয়োজন বর্তমান সময়ের বাইরে গিয়ে ভাবনাচিন্তার এক পরিসর। কবিতার জন্য আরো প্রয়োজন বর্তমান অবস্থার সঙ্গে কবির বিচ্ছেদ, যাতে করে কবি বর্তমান মুহূর্তকে আরো বড় বিষয়সমুহের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারেন। তার অবশ্যই থাকতে হবে দৈনন্দিন-এর সঙ্গে মহাজাগতিককে যোগ করার সুযোগ। কিন্তু আমার বাড়ির আশেপাশে ইজরায়েল ট্যাঙ্কের ঘোরাঘুরি আর প্রত্যক্ষ বিষয়গুলিতে আমার জড়িয়ে পড়া— এসবই কবিতালেখাকে খুবই কঠিন করে দিচ্ছে। আমি বর্তমান মুহূর্তের এই আকস্মিকতা থেকে নিজেকে মুক্ত করার তীব্র ইচ্ছা অনুভব করছি। আমি একটা দীর্ঘ লেখা লিখতে সক্ষম হয়েছি যার নাম 'অবরুদ্ধ অবস্থা', যাতে আমি নিজেকে ইজরায়েলি দখলদারি থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছি এবং কবিতার ভেতর ঢুকতে চেয়েছি। কিন্তু যেহেতু এই দখলদারি একটানা তাই লড়াইটাও ভীষণ কঠিন হয়ে পড়ছে।

শেহাদে: আপনি কি গদ্য লিখছিলেন?

দরবিশ: আমি গদ্য পছন্দ করি। আমি মনে করি গদ্য কখনো কখনো কবিতার চেয়ে আরো তীব্র কাব্যিক রূপ নিতে পারে। কিন্তু সময় চলে যাচ্ছে এবং আমার কবিতার প্রকল্প এখনো অসম্পূর্ণ। আমার ব্যক্তিত্বে গদ্য ও কবিতার মধ্যে একটা টানাপোড়েন আছে, কিন্তু আমার পক্ষপাত কবিতার প্রতি।

শেহাদে: কোন পরিস্থিতি আপনাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিল 'বিস্মৃতির জন্য স্মৃতিকাতরতা : আগস্ট, বেইরুট, ১৯৮২'— যে বইটি বেইরুট শহরের অবরোধ নিয়ে? আপনি এই বইটি শুরু করেছেন এইভাবে, 'একটি স্বপ্ন থেকে আরেকটি স্বপ্নের জন্ম হয়'। এবং তারপর পর্যায়ক্রমে একগুচ্ছ তীব্র গদ্যকবিতার মধ্যে দিয়ে অবরুদ্ধ শহরের দৃশ্য ও শব্দগুলোকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই বইটি কীভাবে লেখা সম্ভব হল?

দরবিশ: ঘটনাটি ঘটার চারবছর বাদে আমি এই বইটা লিখি। সেইসময় আমি প্যারিসে বাস করছিলাম। রেকর্ড সময়ে আমি এটা লিখে উঠতে পারি— দু-তিন মাসের পরিসরে। সেইসময় আমি নিজেকে মুক্ত করতে পারছিলাম না অবরোধের অভিঘাত থেকে, বেইরুটের স্মৃতি থেকে। আমি কবিতা লিখতে পারছিলাম না। আমি এখন যেমন কাটাচ্ছি এটা ছিল তেমনই অবস্থা। সেজন্য গদ্যের বইটি লিখে আমি নিজেকে মুক্ত করি। আমার একটা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ছিল। আমি কোনো ঐতিহাসিক বা বিশ্লেষক ছিলাম না। আমি এই কাজটি করেছিলাম ব্যক্তিগত কারণে। এই বইটি লিখে আমি আমার 'রাইটারস্ ব্লক' কাটিয়ে উঠি।

শেহাদে: আপনি দুই অবস্থার মধ্যে দিয়েই গেছেন— সেইসময় এবং এখনকার মধ্যে সাদৃশ্যগুলো কী?

দরবিশ: বেইরুটের অবরোধ ছিল এখনকার পরিস্থিতির চেয়ে অনেক বেশি তীব্র এবং বিপজ্জনক। 'যুদ্ধ' শব্দটির চিরায়ত ধারণা অনুযায়ী বলা যায় এটা ছিল একটা যুদ্ধ। শহরের একটা রাস্তাও ছিল না যা বিপদ মুক্ত। যুদ্ধের পরেও যারা বেঁচে ছিলেন তারা সত্যিই ভাগ্যবান। বেইরুটে যে-কারোর জীবন ছিল ঝুঁকিপূর্ণ, প্রত্যেকের জীবন। আর এখানে এখন সবকিছুই ঘটছে খেপে-খেপে। এখানে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট তীব্র, বিপদঘন পর্ব আবার কখনো বেশ দীর্ঘ পর্ব যখন তা সহ্য করা সত্যিই বেদনাদায়ক এবং কঠিন হয়ে পড়ে। সবচেয়ে খারাপ সময়, এপ্রিল মাসে, আমি ইউরোপে ছিলাম। সেইকারণে সবচেয়ে বিপজ্জনক সময়টি আমি পাইনি, যখন প্রতিদিনই বোমা পড়তো এবং গুলি চলতো। এখন এই অবরোধের অবস্থাটি প্রতিদিনকার

নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন কোনো মারামারি হচ্ছে না। কিন্তু তা মানুষের জীবনকে খাটো করে এমন অবস্থায় এনে ফেলেছে যে তারা শুধু এই ভাবনায় উদ্বিগ্ন, কখন কারফিউ উঠবে, কখন জঞ্জাল পরিষ্কার হবে, কখন কর্মক্ষেত্রে যাওয়া সম্ভব হবে। পুরো ব্যাপারটিই আর খবরের বিষয় হয়ে ওঠে না। এটা জীবনেরই অঙ্গ হয়ে গেছে, পরিচিত। এটাই এবারের অবরোধের সবচেয়ে খারাপ দিক। তা আর উজ্জ্বল আলোতে তীব্র ছবি হয়ে ওঠে না। এখন এর প্রতিক্রিয়াটিও হল প্রায় এক ধরনের উদাসীনতা। আমি জানি না লিপিবদ্ধ না হয়েই এই অবস্থাটা কেটে যাবে কিনা। আমি জানি না তা কী আকার নেবে, সম্ভবত তা হবে গদ্য ও কবিতার এক মিশেল। কিন্তু প্রথমে ঘটনা ও লেখার মধ্যে সময়ের একটা অন্তর প্রয়োজন।

শেহাদে: কবে থেকে প্রথম কবিতা লেখা শুরু করলেন?

দরবিশ: ছেলেবেলায় আমি শারীরিক ভাবে দুর্বল ছিলাম। খেলাধুলায় অংশ নিতে পারতাম না। আমি কুস্তি লড়তে বা ফুটবল খেলতে পারতাম না এবং খেলাধূলায় কোনো বিশেষত্ব অর্জন করতে পারিনি। তাই আমি ভাষার দিকে ঝুঁকি। এছাড়া বয়স্কদের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটাতাম। আমাদের বাড়িতে যেসব অনুষ্ঠান হতো সেগুলোতে অংশগ্রহণ করতাম, যেখানে আমার দাদু বা আমাদের প্রতিবেশীরা পুরনো আরবি উপকথাগুলি পাঠ করতেন, যেগুলির মধ্যে মিশে থাকতো কবিতা। সেগুলি ছিল প্রেম-বিরহের গল্প যাতে প্রথাগত ভাবেই একজন কবি ও প্রিয়তমা থাকতো। আমি সেগুলো শুনতাম আর কবিতার দ্বারা উত্তেজিত হতাম। আমি বুঝতাম না কেন। আমি শুধু বুঝতাম যে কবিতার ধ্বনি আমাকে আকৃষ্ট করছে। বেশিরভাগ কবিতারই উঁচু-তারে বাঁধা ভাষা আমি বুঝতাম না, কিন্তু তা আমাকে দিয়েছিল এক অনুভূতি যে, ভাষার মাধ্যমেই আমার দোটানার নিরসন ঘটতে পারে। এই অভিজ্ঞতা আমার মধ্যে ভাষার প্রতি প্রেম জাগিয়েছিল। আমি কবি হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করি। আমি বিশ্বাস করতাম, কবি এক রহস্যময় ব্যক্তিত্ব যার অতিমানবিক ক্ষমতা রয়েছে। অল্পবয়স থেকেই আমি কবিতা লেখা শুরু করি। কিন্তু আমি সচেতন ছিলাম না যে, যা আমি লিখছিলাম তা কবিতা ছিল। আমার মা-বাবা এবং শিক্ষকরা আমাকে লেখার উৎসাহ দিতেন। আমি কৃতি হতে চাইতাম আর যেহেতু খেলাধূলায় তা পারতাম না, লেখালিখি হয়ে উঠলো আমার এলাকা আর ভাষা আমার অস্ত্র। অবশ্য এসবই ছিল শিশুর খেলা। এটা অনেক পরে যখন আমি ঐকান্তিক ভাবে কবিতায় জড়িয়ে পড়ি।

শেহাদে: কখন থেকে আপনি নিজেকে বাস্তবিকভাবে কবি হিসেবে ভাবা শুরু করলেন?

দরবিশ: আমি ভাবি না। যা আমি গুরুত্বপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করেছি তা হল কবিতা। ভাগ্যের পরিহাস হল এই যে, এটা প্রথম ঘটেছিল ইজরায়েলের সামরিক শাসকের মাধ্যমে গ্যালিলিতে, যেখানে আমি বড় হয়েছিলাম। একভাবে তিনি ছিলেন আমার প্রথম সাহিত্য-সমালোচক যিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন কবিতাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতে।

আমার বয়স ছিল বারো। আমার গ্রাম ইজরায়েলি সামরিক শাসনের অধীনে ছিল। আমি আমার ক্লাসের সেরা ছাত্র ছিলাম এবং নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম ইজরায়েলের স্বাধীনতা উদ্‌যাপনে নিজের লেখা পাঠ করার জন্য। এটা ছিল অবশ্যই এমন একটা কবিতা যাতে বলা হয়েছিল আমাদের, আরবদের অবস্থা যাদের বাধ্য করা হয়েছে ইজরায়েলের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনে।

পরের দিন সামরিক শাসক তার দপ্তরে আমাকে ডেকে পাঠান এবং আমাকে ভর্ৎসনা করেন এরকম একটা কবিতা লেখার জন্য। আমি যতটা বুঝতাম, যা আমি সত্য বলে উপলব্ধি করেছিলাম তাই লিখেছিলাম এবং পড়েছিলাম। আমি ছিলাম অজ্ঞ এবং আমার কোনো ধারণাই ছিল না যে সত্যি কথাটা বলা বিপজ্জনক। এই ঘটনা আমাকে অবাক করে : শক্তিশালী এবং মহামহিম ইজরায়েল সাম্রাজ্য আমার লেখা একটা কবিতার দ্বারা বিচলিত হয়। তার মানে কবিতা অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমি যা গভীরভাবে এবং সৎভাবে উপলব্ধি করেছি সেই সত্যকে সচেতন ভাবে লেখাটা ছিল একটা বিপজ্জনক কাজ।

শেহাদে: আপনি কি একা সামরিক শাসকের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন?

দরবিশ: হ্যাঁ। একা। বারো বছরের এক বালক যাকে শমন পাঠিয়েছে আর কেউ না একেবারে সামরিক শাসক যিনি তার লেখা একটা কবিতা পড়ে বিচলিত! ভাবুন!

শেহাদে: আপনার পরিবারের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

দরবিশ: আমার পরিবার দোটানায় ছিল। একদিকে ছিল তাদের গর্ব যে তাদের এমন এক সন্তান আছে যে তারা যা বলতে পারেনি তাই বলেছে। অন্যদিকে আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে তাদের উদ্বেগ ছিল। অবশ্যই আমার লেখার জন্য আমাকে চড়া মূল্য দিতে হয়েছিল। যখন আমার বয়স ষোলো আমি জেলবন্দী হয়েছিলাম। তারপর থেকে নিয়মিত আমি জেলে ঢুকেছি ও বেরিয়েছি।

কিন্তু আমার মা-বাবা আমি যা করছিলাম তাতে কখনো বাধা দেবার চেষ্টা করেননি।

সেইসময়, আমি ঘনিষ্ঠ ছিলাম ইজরায়েলি কমিউনিস্ট পার্টির, যা আমার পরিচয় ঘটায় একটা ভাবনার সাথে যে কবিতা পরিবর্তনের হাতিয়ার হতে পারে। আমি এই ধারণাটিকে খুব গভীর ভাবে গ্রহণ করেছিলাম ততদিন পর্যন্ত যতদিন না আমি নিজের উপলব্ধিতে পৌঁছাই যে কবিতা কোনো কিছুরই পরিবর্তন করে না। মানুষ কীভাবে ভাবছে তার উপর কবিতার প্রভাব কাজ করতে পারে, কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতির ওপর কবিতার কোনো প্রভাব নেই। কবিতা কেবলমাত্র যে ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তন আনে, তিনি হলেন কবি নিজে।

কবি হিসেবে আমি নিজেকে খুব একটা গুরুত্ব দিই না। উল্টোদিকে, আমি যত বুড়ো হচ্ছি আর আমার কবিতা যত গুরুগম্ভীরভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে, ততই আমি ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছি।

শেহাদে: এটা কি ব্যর্থতার ভয়?

দরবিশ: এটা নিজেরই পুনরাবৃত্তি ঘটানোর ভয়, এমন একটা স্তরে পৌঁছে যাওয়ার ভয় যেখান থেকে নিজের আরো বিকাশ ঘটাতে আমি অক্ষম। প্রত্যেকবার যখনই আমি কবিতার একটি সংকলনের কাজ শেষ করি, আমার মনে হয় এটাই আমার প্রথম এবং শেষ। তা আমাকে খুবই বিষণ্ন করে দেয়। যখনই আমি লেখা শেষ করি এটা সবসময়ই ঘটে। কখনো কখনো আমার মনে হয় যা কিছু আমি করেছি তা কিছুই নয়, ব্যর্থ।

আমি কোনো কিছু সম্পর্কেই নিশ্চিত নই। যে কোনো সাফল্য বা অর্জন সম্পর্কে আমি ভীষণ সন্দেহবাদী।

শেহাদে: যখন আপনি শুরু করেছিলেন, তখন কবির ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আপনার কী ধারণা ছিল?

দরবিশ: যখন আমি তরুণ ছিলাম আমি ভাবতাম কবি হলেন অস্বাভাবিক একজন মানুষ। আমি তখন কবির জনপ্রিয় ধারণাটিতেই বিশ্বাস করতাম। এটা একটা সংকীর্ণ ধারণা। অনেক মানুষ মনে করেন কবি অবশ্যই একজন রহস্যময় ব্যক্তি অথবা বাউণ্ডুলে, তিনি পার্থিব ব্যক্তি নন এবং সাধারণ মানুষের ব্যাপারগুলো নিয়ে তিনি একেবারেই চিন্তিত নন। কবির এই ছবিটি অবশ্যই কিছু কবির দ্বারা উপস্থাপিত হয়ে থাকতে পারে এবং তারপর তা ধারণা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠ হয়েছে। আমি যখন কবি হয়ে উঠলাম এবং অন্য কবিদের সাথে পরিচিত হলাম, দেখলাম এগুলি একেবারেই সত্য নয় এবং সেইসব কল্পনাবিলাসিতা থেকে বেরিয়ে এলাম।

শেহাদে: কবি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণাটি আপনাকে কতখানি বিরক্ত করে?

দরবিশ: যা আমাকে বিরক্ত করে তা হল মানুষের ব্যর্থতা, বাইরের মানুষটি আর ব্যক্তিগত মানুষটির মধ্যে পার্থক্য করতে না পারার। আমার একটা বাইরের দিক আছে, মানুষ প্রায়ই বুঝতে ব্যর্থ হয় যে আমার একটা ব্যক্তিগত দিকও আছে যেটাকে অবশ্যই মান্য করা উচিৎ এবং রক্ষা করা উচিত।

গুজবেও আমি কষ্ট পাই। কবির ব্যক্তিত্ব নিয়ে মানুষের যে স্থির ধারণা, সেই ধারণাতেই আমাকে একইসঙ্গে ডন জুয়ান এবং মাতাল ভাবা হয়। যত আমার পরিচিতি বাড়ছে ততই আমার সম্পর্কে এবং আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে গুজবও বেড়ে চলেছে। একজন পরিচিত কবি মানুষের দ্বারা বিশ্লেষিত হতে এবং তার সম্পর্কে মানুষের রায় গ্রহণ করতে বাধ্য। আমি একবার আমার সম্পর্কে সিরিয়ার আলেপ্পোর একজনের লেখা পড়েছিলাম। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বর্ণনা করেছিলেন সেই প্রাসাদ যেখানে আমি থাকি এবং সেইসব জামা যা আমি পড়ি, যেগুলির বোতামগুলি খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি। তিনি অবশ্যই আমার সম্পর্কে বলেননি, আমার জায়গায় থাকলে তিনি নিজে যা করতেন তাই বলেছিলেন। সত্যিটা হল আমি খুব নির্জন মানুষ। আমি বাইরে যেতে পছন্দ করি না। আমি জীবনে কখনো ক্যাবারেতে যাইনি। আমি কাফেতে বসি না। আমি বাউণ্ডুলে নই, মাতালও নই। আমি খুব ঘরোয়া মানুষ এবং বেশিরভাগ সময় ঘরে একাই কাটাই।

শেহাদে: তথাপি সাধারণ মানুষের সামনে আপনার উপস্থিতি যথেষ্টই চর্চিত। বেইরুটে আপনার গত ভ্রমণে একটা ফুটবল মাঠে ২৫,০০০ লোকের সামনে আপনি কবিতা পড়েছিলেন। আপনি কি আপনার শ্রোতাদের কাছ থেকে কোনো চাপ অনুভব করেন সেইরকম লেখার যা তাদের ভালো লাগবে? কখনো কি এরকম সময় গেছে মানুষ কবি হিসেবে আপনার কাছ থেকে যা আশা করে আর আপনি মানুষ হিসেবে যা, তার মধ্যে এক ভিন্নতা দেখা দিয়েছে? এটা কি কখনো আপনার জন্য সমস্যা হয়েছে?

দরবিশ: আমি আমার শ্রোতার সঙ্গে এক গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলেছি। কবি হিসেবে আমার যে ভাবমূর্তি তা অনেক রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে গেছে। যখন আমি শুরু করি, আমাকে লোকে জানতো আবেগধর্মী, মানবিক বিষয় নিয়ে কবিতা লেখার জন্য। আমার প্রথম জনপ্রিয় কবিতাটি আমার মাকে নিয়ে লেখা। তারপর আমি খ্যাত হলাম দেশাত্মক বিষয় নিয়ে লেখার জন্য। আমি লিখেছিলাম, 'লিখে নাও, আমি একজন আরব'। এবং এই কবিতাটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। আমি বহুদিন ধরে এই কবিতাটির দ্বারা চিহ্নিত হয়েছি। এই কবিতাটি দিয়েই আমাকে মূল্যায়ন করা শুরু হয়েছিল। কিন্তু উত্তরণের জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা এবং আমার ভেতরকার বিদ্রোহী সত্ত্বা শ্রোতাদের এই কবিতাটির প্রতি ভালবাসার বিরুদ্ধে আমার বাঁকবদল ঘটায়। শ্রোতাদের আমার নান্দনিক বিকাশকে গ্রহণ করার পথে এই কবিতাটি একটা বাধা— এভাবে এটিকে আমি দেখতে শুরু করি। কিন্তু আমি আমার শ্রোতাদের সঙ্গে নিয়ে চলতে পেরেছিলাম এবং আমি উপলব্ধি করেছিলাম আমি তাদের আস্থা অর্জন করতে পেরেছি।

শেহাদে: আপনাকে একজন অন্যতম যথাযথ আরব কবি হিসেবে ধরা হয় যিনি সর্বদা নানারকম কাব্যিক উদ্ভাবন চালিয়ে যাচ্ছেন। এই ব্যাপারটির মানে কী এবং কেমন ভাবেই বা আপনি তা ঘটাতে চেষ্টা করেছেন?

দরবিশ: উদ্ভাবনের অর্থ হল আঙ্গিকে পরিবর্তন। আমি সেইসব প্রথমদের মধ্যে একজন যারা প্রথাগত পদ্ধতি ব্যতিরেকে কবিতা লেখা শুরু করেছিল যেখানে কবিতা একটি নির্দিষ্ট ছন্দে নির্মিত হয়নি।

শেহাদে: এই পথে এগিয়ে যেতে আপনাকে কে বা কী প্রভাবিত করেছিল? আরবি কবিতায় এরকম আমূল পরিবর্তনের পেছনে প্রেরণা কী?

দরবিশ: ১৯৮৪-এর পর আমরা, প্যালেস্তিনীয়রা যারা ইজরায়েলেই থেকে গেলাম, তারা নিজেদের পরাজিত দেখতে পেলাম। এটা

ছিল সবচেয়ে হতবিহ্বলকর সময়। কবিতার পুরনো আঙ্গিকে এমন কিছু ছিল না যা আমাদের এই অবস্থাটাকে প্রকাশ করতে সহায়ক হয়। সেই কারণে একটা প্রয়োজন দেখা দিল বৈপ্লবিক প্রকাশ ভঙ্গিমার বৈপ্লবিক কবিতার জন্য। এটা ছিল এক স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া সেইসকল ঘটনার প্রতি যেগুলি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। এটা কোনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, ভাবনা-চিন্তা করে দেওয়া সাড়া ছিল না।

শেহাদে: আপনি আপনার কাব্যিক পদ্ধতিটিকে কীভাবে বর্ণনা করবেন?

দরবিশ: পুরো ছবিটি আমার কাছে স্পষ্ট নয়। যখন আমি একটা কবিতা নিয়ে কাজ করি, আমি জানি আমি কী করছি। আমি জানি কীভাবে আমি আমার শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে চলেছি একটা অধ্যায়ের নির্মাণের মধ্যে দিয়ে যা আবার একটা বড় প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু পথের ধরনটি আমার কাছে স্পষ্ট নয়।

শেহাদে: আপনি কখনো অন্যের কাজ থেকে তা শুরু করেছেন?

দরবিশ: হ্যাঁ। অবশ্যই। আমি মনে করি কোনো কবিতাই শূন্য থেকে শুরু হয় না। মানবসমাজ এক বিরাট কাব্যভান্ডার সৃষ্টি করেছে, এরমধ্যে একটা বিরাট অংশই উচ্চস্তরের। আপনি সবসময়ই অন্যের কাজ থেকে শুরু করছেন। এখানে কোনো সাদা পৃষ্ঠা নেই যেখান থেকে আপনি শুরু করতে পারেন। কেবল আপনি যা আশা করতে পারেন তা হল পাতায় একটা ছোট্ট মার্জিন যেখানে আপনি আপনার স্বাক্ষরটি রাখতে পারেন।

শেহাদে: আপনার নিজের কবিতায় কী ধরনের ধারাবাহিকতা রয়েছে?

দরবিশ: আমি দেখেছি আমার এমন কোনো কবিতা নেই যার বীজ তার পূর্ববর্তী কোনো কবিতায় নেই। অনেক সমালোচক এই ব্যাপারটি আমার নজরে এনেছেন। সবসময়ই কোনো একটা পংক্তি বা শব্দ আগের লেখায় থাকে যেখান থেকে আমি শুরু করতে পারি এবং এগিয়ে যাই। সবসময়ই আমার চিন্তা এর পরে কী?

এটাই একমাত্র জায়গা যেখানে ব্যর্থতার জন্য কোনো বীমা নেই। ফুরিয়ে যাওয়াটা সকলের ক্ষেত্রেই অবশ্যম্ভাবী। শেষটা আমরা সকলেই খুব ভালভাবে জানি;যা আমরা জানি না তা হল শুরুটা।

আমার সব থেকে সুখের মুহূর্ত হল যখন পাঠকেরা আমার কবিতা পড়ে কবিতার এমন একটি বিষয়কে বিশ্লেষণ করেন যেটা আমার কাছেই স্পষ্ট নয়। কবির জীবন পাঠকের দ্বারাই নির্ধারিত।

শেহাদে: আপনি বলেছেন যে কবিতা পরিবর্তনের বাহন হতে পারে এটা সত্যি নয়। আপনি কি মনে করেন প্যালেস্তিনীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আপনার কোনো অবদান আছে?

দরবিশ: শুরুতে প্যালেস্তিনীয় সত্তা নির্মাণে আমার কবিতা ভূমিকা নিয়েছিল। একজন কবি একটা জাতির বিকাশে অবদান রাখতে পারেন ভাষার মাধ্যমে। তিনি মানুষকে ক্ষমতাবান করতে পারেন, আরো বেশি মানবিক করে তুলতে পারেন এবং জীবনকে বহন করার মত সক্ষম করে তুলতে পারেন। শোক এবং উদ্‌যাপনে আমার কবিতা পঠিত হয়। আমার কবিতা মানুষকে আনন্দও দিয়েছে। আমার কিছু কবিতা যা গান হয়েছে তা মানুষের কাছে, যা কিছু সে হারিয়েছে এবং তার সকল পরাজয়ের পরিপূরক হিসেবে এক ক্ষতিপূরণের অনুভূতি এনে দেয়। কিন্তু আমার প্রধান আগ্রহ সামগ্রিকভাবে আরবি কবিতার বিকাশে আমার কবিতার অবদান কতটুকু তা নিয়ে।

শেহাদে: আপনি বলেছেন আরবি কবিতাকে পুরনো ধাঁচা থেকে মুক্ত করার কথা। আমি এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে চাই।

দরবিশ: ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে কাব্যপ্রতিমা বহু ব্যবহারে নিঃশেষিত হয়ে যায়। কবিতার সমস্ত বিপ্লবই সৌন্দর্যের এই নিঃশেষিত রূপ যা কবিতার ক্ষতি করে, তার থেকে কবিতাকে মুক্ত করার প্রয়াস। পরিবর্তনের এই আকাঙ্ক্ষাটাই গুরুত্বপূর্ণ;অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বা অন্যভাবে।

১৯৬৭ সালে, জুনের যুদ্ধে যখন আরব পরাজিত হয়, পরিবর্তনের এই আকাঙ্ক্ষাটা ছিল খুব জোরদার। কারণ অনেকেই আরবের এই পরাজয়ের জন্য তার বুলিসর্বস্বতাকেই দায়ী করেছেন। এটা অবশ্যই অতিরঞ্জন। যেটা সত্যি তা হল, অনেক কল্পনাবিলাসিতা ছিল, অনেক মৌখিক জয় ছিল। সমগ্র জাতিটা যে পরাজয়ের গ্লানিতে ভুগছিল তা ছিল কিছুটা উপশম দেবার চেষ্টা।

এই অবস্থার মুখোমুখি হয়ে কবি অনুভব করলেন তার কবিতাকে আরো শক্তিশালী করতে হবে বাস্তবের সঙ্গে আরো জোরালো সম্পর্ক তৈরি করে। এবং সেই কারণেই একটা আকাঙ্ক্ষা তৈরি হল কবিতাকে ফাঁকা বুলি ও কল্পনাবিলাসিতা থেকে মুক্ত করার এবং এতে জীবনের স্পন্দনকে ফিরিয়ে আনার। পরবর্তীকালে আরো একবার উদ্যোগ নেওয়া হয় কবিতাকে মুক্ত করার। বাস্তবতা ও আধুনিকতা (আধুনিকতার আরবি সংস্করণ) উভয়ের থেকেই। এবং তা করা হয়েছিল বাস্তবতা, আবেগ এবং ঐতিহ্যগত আঙ্গিক সবকিছু থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে আসার মাধ্যমে।

যা লক্ষনীয়, এই পর্বগুলি যার মধ্যে দিয়ে আরবি কবিতা গিয়েছিল, এই সকল পরিবর্তনই রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে যুক্ত। প্রথম পরাজয়টি আমাদের বাস্তবে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। এবং তারপর এই পরাজয়ের গ্লানিকে জয় করতে না পারার পরাজয় আমাদের নিয়ে যায় ভুলভাবে উপলব্ধ করা এক আধুনিকতার দিকে। অন্যভাবে বলতে গেলে বাহ্যিক ঘটনাবলী বা রাজনৈতিক প্রভাবের অনুপস্থিতিতে কবিতাকে নিয়ে কখনো গভীরভাবে ভাবনাচিন্তা করা হয়নি। নির্দিষ্টভাবে প্যালেস্তাইনের ক্ষেত্রে, আমাদের কবিতার প্রয়োজন মানবিক হয়ে ওঠা। ইজরায়েলের সঙ্গে আমাদের ইতিবাচক বা নেতিবাচক সম্পর্কের দ্বারা আমরা সংজ্ঞায়িত হতে পারি না। আমাদের নিজস্ব পরিচয় আছে, একটা চরিত্র যা আমাদের কাছে বিশেষ ধরনের। যেমন অন্য সকল প্রশ্ন যা আমরা বাকি মানবসমাজের সঙ্গে ভাগ করে নিই তার পাশাপাশি আমাদের নিজস্ব কিছু প্রশ্ন আছে যা

নির্দিষ্টভাবে আমাদের অবস্থা নিয়ে। প্যালেস্তিনীয়রা কেবল জঙ্গি বা স্বাধীনতাসংগ্রামী হিসেবে সংজ্ঞায়িত হতে পারে না। যে কোনো সস্তা, বাঁধাধরা প্রতিমূর্তি প্যালেস্তাইনের মানুষকে খাটো করে, তার আসল স্বরূপ থেকে তাকে চ্যুত করে এবং পূর্ণ মানুষ হিসেবে তাকে দেখতে অস্বীকার করে। সে হয়ে ওঠে বীর নয় লাঞ্ছিত—শুধুই একটা মানুষ নয়। সেইজন্য গভীরভাবে ভেবেচিন্তেই আমি লঘু হয়ে ওঠার অধিকারের স্বপক্ষে বলে থাকি। আমি জোরালোভাবে বিশ্বাস করি আমাদের লঘু হয়ে ওঠার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। দুঃখজনক সত্যিটা হল, লঘু হবার সেই অবস্থায় পৌঁছতে গেলে আমাদের সেইসব বাধাগুলির ওপর জয় হাসিল করতে হবে যেসব বাধা আমাদের এই অধিকার ভোগের পথে মূর্তিমান দাঁড়িয়ে আছে।

শেহাদে: আপনি এখন রামাল্লায় কত বছর ধরে বাস করছেন? চার, পাঁচ বছর?

দরবিশ: পাঁচ বছর।

শেহাদে: আপনার মধ্যে কী কী পরিবর্তন ঘটেছে?

দরবিশ: প্রেমের কবিতার একটি খণ্ড আমি লিখেছি। আমার প্রথম বই যা শুধু প্রেম নিয়ে। প্যালেস্তাইনের বাইরে তা লেখা সম্ভব হত না। প্রেম নিয়ে সম্ভবত আমার লেখা জরুরি ছিল নিজেকে সেই প্রত্যাশা থেকে মুক্ত করার জন্য যা আমার কাছে আশা করা হয়— যে আমি প্যালেস্তিনীয় কবি, আমি আমার প্যালেস্তাইনে ফিরে আসা নিয়ে লিখবো। সেইজন্য তা নিয়ে আমি লিখিনি। প্রেম নিয়ে লিখেছি।

শেহাদে: কোন জায়গায়, আপনি নিজের বাড়িতে আছেন বলে মনে হয় রামাল্লা না গ্যালিলি?

দরবিশ: গ্যালিলি আমার বাড়ি। আমার ব্যক্তিত্ব সেখানেই তৈরি হয়েছে। আমার ব্যক্তিগত দেশ সেখানেই। সেই জায়গা, তার পাহাড়, পাথর, সূর্যাস্তের জন্য আমার বিশেষ অনুভূতি আছে।

প্যালেস্তাইন হল স্বভূমি সমগ্র। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত স্বভূমি হল সেই জায়গা যেখানে আমি বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারি প্রত্যেকটি ফুল; এটা সেই জায়গা যেখানে আমি বড় হয়েছি। এবং সেটা গ্যালিলি, রামাল্লা নয়। তথাপি গ্যালিলিতে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এবং আমি তাকে আর কখনোই আমার ঘর বানাবো না।

মাহমুদ দরবিশ (১৯৪১– ২০০৮, প্যালেস্তাইন) : প্যালেস্তাইনের জাতীয় কবি হিসেবে বিবেচিত হন। তার সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি ইসলামের রাজনৈতিক কবিতার ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে এনেছেন। প্যালেস্তাইনের গ্যালিলি অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। ইজরায়েল বাহিনী তাদের গ্রামে সন্ত্রাস চালালে তার পরিবার লেবানন পাড়ি দেন। এক বছর বাদে তারা ফিরে আসেন এবং অধিকৃত প্যালেস্তাইনের অ্যাকার অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। ১৯৭০-এ তিনি পড়াশুনার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন পাড়ি দেন। সেখান থেকে যান মিশর এবং লেবানন। ১৯৭৩-এ যখন তিনি পিএলও (প্যালেস্তাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন)-তে যোগদান করেন, তার ইজরায়েলে ঢোকা নিষিদ্ধ হয়। ১৯৯৫ সালে সহকর্মী এমিলি হাবিবির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে যোগদানের জন্য তাকে চারদিনের জন্য ইজরায়েলে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়। এবছরই তিনি ইজরায়েল অধিকৃত রামাল্লাতে বসবাসের অনুমতি পান। কিন্তু তিনি বলেছিলেন এখানে বাস করে তার নির্বাসন যাপনের কথা মনে হচ্ছে এবং তিনি ওয়েস্ট ব্যাঙ্ককে তার 'ব্যক্তিগত স্বদেশ' মনে করতে পারেননি।

সতের বছর বয়সে নাকাবা অঞ্চলের উদ্বাস্তুদের যন্ত্রণা নিয়ে কবিতা লেখেন এবং কবিতার অনুষ্ঠানে পাঠ করা শুরু করেন। উনিশ বছর বয়সে তার প্রথম বই 'আসাফির বিলা আজনিহা' (ডানাহীন পাখি) প্রকাশিত হয়। ১৯৬৫ সালে যুবক দরবিশের কবিতা 'বিতাকত হুয়িওয়া' (পরিচয় পত্র) তার দেশসহ আরব বিশ্বে সাড়া ফেলে দেয়। যে কবিতাতে ছিল বহুল জনপ্রিয় এই পঙ্‌ক্তিটি : 'লিখে নাও, আমি একজন আরব'। এই কবিতাটি ১৯৬৪-তে প্রকাশিত হওয়া তার দ্বিতীয় কবিতার বই 'হাইফা' (অলিভগাছের পাতা)-তে অন্তর্ভুক্ত হয়। ইরাকি কবি আবদ আল-ওহাহেব আল-বয়াতি এবং বদর শাকির আল-সায়াব এর দ্বারা দরবিশ প্রভাবিত হয়েছিলেন। র‍্যাঁবো এবং গিন্সবার্গ এর প্রভাবের কথা তিনি বলেছেন। হিব্রু কবি এহুদা আমিচাই এর কবিতা দরবিশ পছন্দ করতেন। কিন্তু তিনি বলেছেন আমিচাই এর কবিতা তার কাছে ছিল একটা চ্যালেঞ্জ। কারণ দুজনেই একই অঞ্চলের ওপর কবিতা লিখেছেন। আমিচাই নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন ওই এলাকার নিসর্গ ও ইতিহাস যা দরবিশের ধ্বংস হয়ে যাওয়া পরিচয়ের ওপর দাঁড়িয়ে। সেই কারণে, দরবিশ বলেছেন, তাদের মধ্যে ছিল একটা প্রতিযোগিতা : কে এই অঞ্চলের ভাষার প্রকৃত অধিকারী, কে তাকে বেশি ভালবাসে, কে তা বেশি ভালভাবে লিখতে পারে।

তিরিশটির বেশি কাব্যগ্রন্থ ও আটটি গদ্যগ্রন্থ রচনা করেছেন দরবিশ। বহু কাগজ সম্পাদনা করেছেন যেমন ইজরায়েল কমিউনিস্ট পার্টির সাহিত্য পত্রিকা 'আল যাদিদ'। ইজরায়েল ওয়ার্কার্স পার্টির মুখপত্র 'আল ফজর'। পেয়েছেন বহু পুরস্কার। ইউনিয়ন অফ অ্যাফ্রো-এশিয়ান রাইটার্স থেকে ১৯৬৯-এ 'লোটাস প্রাইজ'। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ১৯৮৩-তে 'লেনিন পিস প্রাইজ', আমেরিকা থেকে ২০০১-এ 'লানান ফাউন্ডেশন প্রাইজ' ইত্যাদি।

২০০৮ এর ৯ই আগষ্ট ৬৭ বছর বয়সে টেক্সাসের এক হসপিটালে হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচারের তিনদিন পর তিনি মারা যান। প্যালেস্তাইনের রাস্ট্রপতি মাহমুদ আব্বাসের উপস্থিতিতে রাস্ট্রীয় সম্মানে তার দেহ রামাল্লায় কবর দেওয়া হয়।

উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : আশিক মিন ফিলিস্তিন (প্যালেস্তাইনের এক প্রেমিক, ১৯৬৬) আখির আল-লায়েল (রাত্রির শেষ, ১৯৬৭) উহিবুকি আও লা উহিবুকি (আমি তোমায় ভালবাসি, আমি তোমায় ভালবাসি না, ১৯৭২) কাসিদা বেইরুট (বেইরুটের প্রতি ওড, ১৯৮২) হালাত হিসার (অবরুদ্ধ অবস্থা, ২০০২) ইত্যাদি।

গদ্যগ্রন্থ: শাইওন আন আল-ওয়াতন (স্বদেশ সম্পর্কে কিছুকথা, ১৯৭১) ফি ওয়াসফ হালাতিনা (আমাদের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা, ১৯৮৭) ফি হাদরাত আল-ঘিয়াব (অনুপস্থির উপস্থিতিতে, ২০০৬) ইত্যাদি।